গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১১.১৪-১৪০

তারিখ : ১৬-০৫-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।

সূত্র : (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং - ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-২৩০, তারিখ: ১৩/০৩/২০১৪ খ্রি.।
(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং - ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-৪০২, তারিখ: ১১/০৫/২০১৫ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রোস্থ ১ নং স্মারকের অনুচ্ছেদ ৫ নং নির্দেশনায় বর্ণিত আছে, ''সকল মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ও শিক্ষাবোর্ডের অধিভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর নিকট থেকে মাসিক বেতন (টিউশন ফি) আদায় করতে পারবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন (টিউশন ফি) আদায় করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি ভংগের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।''

এছাড়া সূত্রোস্থ ২ নং স্মারকের অনুচ্ছেদ ৩ (খ) (ii) নং নির্দেশনায় বর্ণিত আছে, ''সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।''

এমতাবস্থায়, বর্ণিত স্মারকসমূহের নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

১৩.০৫.২৬

(প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল)
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর : ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১১.১৪-১৪০/১৬

তারিখ : ১৬ - ০৫-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা
০২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় / কলেজকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৩. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
০৪. মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
০৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল) (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৬. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল), (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৭. সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৮. রেজিস্ট্রার, সাধারণ / মেডিকেল / প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি/বেসরকারি....সকল)
০৯. অধ্যক্ষ, সরকারি / বেসরকারি কলেজ (সকল)
১০. অধ্যক্ষ, মেডিকেল / ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (সরকারি / বেসরকারি .....সকল)
১১. উপপরিচালক (কলেজ/মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল) (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
১২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
["বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।]"-শিরোনামে পত্রটি মাউশির ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে এবং স্ক্রলে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৩. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল জেলা), (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
১৪. প্রধান শিক্ষক (সকল সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক / মাধ্যমিক / সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
১৫. উপজেলা / থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
১৬. সংরক্ষণ নথি।

১৩.০৫.২৬

(কামরুন নাহার)
সহকারি পরিচালক (একিউএইউ)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-২৩০

তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
২৯ ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ

নীতিমালা

বিষয়ঃ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা ২০১১ সংশোধিত ২০১৪

২০১০ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষা চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালকগণের তত্ত্বাবধানে ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার অতিরিক্ত পৃথকভাবে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৮ম শ্রেণীর মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য সমরূপ কোন বৃত্তির প্রচলন ছিল না। এক্ষণে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শিক্ষা বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে এবং পরীক্ষার ফলাফল নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হচ্ছে। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের লক্ষে, নিম্নবর্ণিত বৃত্তির নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল:

১. জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বৃত্তির সংখ্যা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড হতে মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করা হবে।

২. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও নিয়মিত শিক্ষার্থীদের অনুপাতে উপজেলা/থানাওয়ারী বন্টন হবে। এ বৃত্তির টাকা কেবলমাত্র ৯ম এবং ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীরা প্রাপ্য হবেন।

৩. সকল বৃত্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হবে জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

ক. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

খ. একাধিক শিক্ষার্থী একই গ্রেড পেলে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

গ. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

ঘ. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

৪. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে থানা/উপজেলার সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৩ এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।

৫. সকল মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ও শিক্ষাবোর্ডের অধিভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর নিকট থেকে মাসিক বেতন (টিউশন ফি) আদায় করতে পারবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন (টিউশন ফি) আদায় করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি ভংগের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সরকার নির্ধারিত বিল ফরমে বৃত্তি খাতের কোড নম্বর উল্লেখপূর্বক বিল প্রস্তুত করে উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে বিল জমা দিয়ে চেক সংগ্রহ করবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তির অর্থ নগদ

প্রদানের নিমিত্তে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক স্থানীয় তফসিলভুক্ত ব্যাংকসমূহে হিসাব (Account) উক্ত হিসাব (Account)-এর মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী দুই বছর বৃত্তির বার্ষিক এককালীন অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

৮. সকল বৃত্তিই কেবল নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধানুসারে এবং নীতিমালার অন্যান্য শর্ত মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

৯. পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনকারী বৃত্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর বৃত্তি তার মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এলাকা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার নির্দিষ্ট 'বৃত্তির সংখ্যা' হতে বণ্টন করতে হবে।

১০. মেধা কোটায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপাত যাই হোক না কেন মেধা ও সাধারণ উভয় কোটা মিলিয়ে সার্বিকভাবে ছাত্র/ছাত্রীরা সমানুপাতিক হারে (৫০:৫০) বৃত্তি পাবে।

১১. বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান অবশ্যই উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে অবগতির জন্য মহাপরিচালক ও আঞ্চলিক উপ-পরিচালক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারকে অনুলিপি প্রদান করবেন।

১২. বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী এক প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান প্রধান সে তথ্য উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে বৃত্তি বদলীর আদেশ সংগ্রহ করবেন এবং মহাপরিচালক ও আঞ্চলিক উপ-পরিচালক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করবেন।

১৩. কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে বৃত্তি পেয়ে যদি পরবর্তীকালে সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকে তবে সে দুটি বৃত্তি ভোগ করতে পারবে।

১৪. জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদ:

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বাৎসরিক)	বৃত্তির হার (মাসিক)	বার্ষিক (এককালীন)	বৃত্তির মেয়াদ
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC)	মেধা	৯৮০০	৩০০.০০	৩৭৫.০০	২ বছর
	সাধারণ	২১০০০	২০০.০০	২২৫.০০	

জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদ:

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বাৎসরিক)	বৃত্তির হার (মাসিক)	বার্ষিক (এককালীন)	বৃত্তির মেয়াদ
জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC)	মেধা	২০০০	৩০০.০০	৩৭৫.০০	২ বছর
	সাধারণ	৪০০০	২০০.০০	২২৫.০০	

উল্লিখিত বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদ সরকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে পারবে।

১৫. বৃত্তি প্রদানের বিদ্যমান নীতিমালা (স্মারক নং শিম/শাঃ ৩/১জি-০১/২০০৫/৪৫৭ তারিখ: ১৮.০৯.২০০৮) এর ৮ম শ্রেণী শেষে জুনিয়র বৃত্তির ফলাফলের ভিত্তিতে প্রদত্ত জুনিয়র মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির অংশটুকুর পরিবর্তনক্রমে নীতিমালা জারী করা হ'ল। উক্ত নীতিমালার অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-
১২/০৩/২০১৪
(ড. মোহাম্মদ সাদিক)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-২৩০(১৫০)

তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ / ২৯ ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে :

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/কলেজ/মাধ্যমিক/বিশ্ববিদ্যালয়/মাদ্রাসা ও কারিগরী) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপরিচালক, লেখ সামগ্রী ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (নীতিমালাটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/যশোর/রাজশাহী/কুমিল্লা/সিলেট,বরিশাল/ দিনাজপুর ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (বৃত্তির তালিকা আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিত করার জন্য)
৬. মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. জেলা প্রশাসক (সকল) .....
৮. পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, ঢাকা।
৯. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা
১০. শিক্ষা সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা/ময়মনসিংহ/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/কুমিল্লা/সিলেট/ রাজশাহী/রংপুর অঞ্চল (তাঁর অঞ্চলের সকল জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিত করার জন্য)
১৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (নীতিমালাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
১৪. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .....

(সহিদুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব
১৩/৩/১৪
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯৫৭৬৭৮০/৯৫৪০৩০২